আলহামদুলিল্লাহ্! মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে লাখ, লাখ শুকরিয়া যে, আমি অবশেষে শিক্ষক বাতায়নের সেরা কন্টেন্ট নির্মাতা হতে পেরেছি। যে মুহূর্তের জন্য আমি রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়েছি সে মহেন্দ্রক্ষণ অবশেষে আমার কাছে ধরা দিল প্রশান্তির ছায়া হয়ে। আজ থেকে প্রায় চার বছর পুর্ব থেকে কন্টেন্ট নির্মাণ শুরু করলেও শিক্ষক বাতায়নে সক্রিয় হওয়া হয়ে উঠেনি। শিক্ষক বাতায়নে আমার সক্রিয় হওয়ার পিছনে যে বিষয়টি সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছিল তা হল শ্রদ্ধেয় হাসান হাফিজুর রহমান (ক্যাম্ব্রিয়ান হাসান) স্যারের সেরাদের বচন পড়ে। মূলত তারপর থেকেই বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, প্রজেক্টর কিছুই না থাকা স্বত্বেও নিজ উদ্যোগে একটি ল্যাপটপ কিনে শুরু হলো আমার কন্টেন্ট তৈরি। প্রথম দিকে আমার কন্টেন্টগুলো আমার কাছেই ভালো লাগত না। দেখতাম অনেক স্যারগণ অনেক সুন্দর সুন্দর কন্টেন্ট আপলোড দেন। দূর্গম হাওর অঞ্চলে বসবাস হওয়ায় কারো কাছ থেকে যে সাহায্য নেব, সে ব্যবস্থাও ছিল না। হঠাৎ একদিন ফেসবুকে দেখলাম, হাসান স্যার ফেসবুকে ইংরেজি বিষয়ে তার ৬৯ টি মডেল কন্টেন্ট আপলোড দিয়েছেন। আমি সাথে সাথে তা ডাউনলোড করলাম এবং কন্টেন্ট গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। অবাক হলাম কত সহজে স্যার কত কঠিন, দুর্ভেদ্য বিষয়কে সহজ করে তুলেছেন। তারপর থেকে আমার কন্টেন্ট নির্মাণে যোগ হয় নতুন মাত্রা। শুরু হয়ে যায় সেরা হওয়ার প্রতিযোগীতা। একে একে ত্রিশটি কন্টেন্ট আপলোডের পর অপেক্ষা করতে লাগলাম সেরা হওয়ার। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যায় আমার প্রতীক্ষার প্রহর যেন শেষ হয় না। নিজেই স্বাক্ষী হলাম, আমার পরে কত শিক্ষক বাতায়নে এলেন এবং বিজয়ের মালা নিয়ে বের হয়ে গেলেন। এমন স্যারকেও দেখলাম যিনি মাত্র দুই মাসে ১০ টি কন্টেন্ট আপলোড দিয়ে বিজয়ের মালা পড়েছেন। হতাশ হয়ে একদিন আমার সবগুলো কন্টেন্ট গুগল ড্রাইভের মাধ্যমে এফবিতে আপলোড দিয়ে আহ্বান জানালাম আমার ভুলত্রুটি গুলো ধরিয়ে দিতে। আমি আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি সেই স্যার কে যিনি সেদিন আমার পাশে এসে দাড়িয়েছিলেন। **জনাব মেসবাহুল হক, রাজশাহী।** তিনি আমার কন্টেন্টগুলো দেখলেন এবং ফোন দিয়ে আমাকে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। মূলত তারপর থেকেই আমার কন্টেন্ট নির্মাণে আরো একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়। স্যারের এই নির্দেশনাগুলো আরো আগে পেলে আমাকে হইতোবা এতদিন অপেক্ষা করতে হত না। যাই হোক "ধৈর্যতিক্ত ফল মধুর।"

আজ এই আনন্দক্ষণ মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সহধর্মীনিকে, যে সারাক্ষণ আমার পাশে থেকে আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছে। অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব জাকির হোসেন স্যার (তারাইল) এবং জনাব মেরাজুল হক স্যার (আজমেরীগঞ্জ) যারা আমার চরম হতাশার মুহূর্তে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কৃতজ্ঞ রইলাম শিক্ষক বাতায়নের সকল স্যার ও ম্যাডামের প্রতি যারা আমাকে রেটিং প্রদান করেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সম্মানিত প্যাডাগোজী স্যারদেরকে যারা আমাকে এই সপ্তাহের সেরা কন্টন্ট নির্মাতা হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব নিগার সুলতানাকে যিনি সর্বক্ষণই আমাকে উৎসাহ প্রদান করে করেছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার উপজেলার সকল শিক্ষককে যারা সব সময় আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। যতদিন আছি, শিক্ষক বাতায়নের পাশেই আছি এবং থাকব ইনশাল্লাহ! সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিদায় নিচ্ছি.....

মোঃ রেজাউল হাসান, এ সপ্তাহের সেরা কন্টেন্ট নির্মাতা (২০/১২/২০১৯)।
সহ শিক্ষক
২৯ নং আদমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।